Rajshahi University journal of arts & law Vol. 51 (2023) pp. 69-89
ISSN 2309-0898

মাহমূদ দারবীশের কবিতায় ইসরাইলি আগ্রাসন
[Israeli Aggression in the Poems of Mahmud Darwish]

মো. সাজিদুল হক*

Abstract

Mahmud Darwish (d. 2008 AD) is a renowned figure in modern Arabic literature. He is also considered the poet of resistance in Palestine for his significant poetic contribution to the Palestinian liberation movement and protest against Israeli Jewish aggression. In the 19th century, the Jewish community began to occupy different areas of Palestine from the Arab Muslim citizens. After the announcement of Israel as an independent state in the Mid-20th century they began innumerable atrocities and violence on the Palestinian citizens. Most Palestinian poets and writers are greatly influenced by the Palestine-Israel conflict, especially Mahmoud Darwish. The riveting of freedom from Palestinian people, and pushing thousands of Palestinian citizens into an identity crisis make him concerned, worried, pained and impatient. Being the Palestine issue an important and highly relevant topic to him, he closely observed the Palestine-Israel conflict and impartially tried to present the oppressive views of Israeli government against the Palestinian people in his poems. He also tried to find out the causes which played significant roles in changing the lifestyle of Palestinian citizens during the Israeli violence. In this regard, his poems play a notable contributionand role by giving essential instructions to the nation for taking effective action to stop Israeli oppression in Palestine. Actually, his poem helps the Palestinian people to rise up against Israeli aggression and encourages them to overcome all obstacles and sacrifice themselves to achieve liberation. The main objects of this research are to discuss the real picture of violence against humanity happened in Palestine by the Israeli government and try to analyze the impact of Israeli torture and injustice on the Palestinian people written in the poetry of Mahmoud Darwish. Besides this, another goal of this research is to evaluate his role in resolving the Palestinian-Israeli crisis. This unbiased research work will benefit all the researchers, advanced readers, scholars, and a large number of general people who are interested in Palestine.

***মূল শব্দ*:** মাহমূদ দারবীশ, ইসরাইলি আগ্রাসন, ফিলিস্তিনি সংকট, প্রতিরোধ ও স্বাধীনতা আন্দোলন।

ভূমিকা

বিশ্ব মানচিত্রে ফিলিস্তিনের অস্তিত্ব বহু পুরানো। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আল আকসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে এক কালজয়ী রাজ্য 'ফিলিস্তিন'। প্রাচীনকালে সভ্যতা, সৌন্দর্য ও পবিত্র শিক্ষার বিচিত্র সপ্নীল ও কীর্তিমান স্থান বলে বিশ্বে যে সকল নগরী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল, তন্মধ্যে ফিলিস্তিন নগরী অন্যতম।[১] উনবিংশ শতাব্দী থেকে এ অঞ্চলটিতে ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইল আন্তর্জাতিক মহলের স্বীকৃতি লাভ করে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জনের পর ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল তারা দখল করতে থাকে এবং ফিলিস্তিনি নাগরিকদের উপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন ও আগ্রাসন চালাতে শুরু করে। ফলে ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করে আরব মুসলিম জনগোষ্ঠি

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ,
E-mail: sazidulhaque.ru@gmail.com

ও ইহুদী সম্প্রদায়ের মাঝে আন্দোলন শুরু হয়। বর্তমানে ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত আরব বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাড়িয়েছে। এ বিষয়টির সমাধানের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনসহ আরবলীগের বিভিন্ন দেশ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালায়, যা অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকট ও ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসন ফিলিস্তিনের কবি-সাহিত্যিকদের ব্যাপক প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক ও মানবতার কবি মাহমূদ দারবীশকে বিষয়টি গভীরভাবে আন্দোলিত করে তুলে। শুধু তাই নয়, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, ফিলিস্তিনি জনগণের পরিচয় সংকট তাঁকে বিচলিত করে তুলে। ফলে ফিলিস্তিন প্রসঙ্গটি তাঁর নিকট গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে উঠে। তিনি ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতের বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং ফিলিস্তিনের জনগণের উপর ইসরাইলি আগ্রাসনের নির্মম চিত্র নিরপেক্ষভাবে কবিতায় উপস্থাপন করেন। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা, জাতীয় সংকট নিরসন ও ইসরাইলি আগ্রাসন প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। চলমান গবেষণাকর্মের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসন প্রসঙ্গে রচিত তাঁর কবিতাসমূহের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে এবং ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হবে। উপস্থাপিত শিরোনামের গবেষণাকর্মটি আরবী ভাষা ও সাহিত্য অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আমার নিকট বিবেচিত হয়েছে। নিরপেক্ষ গবেষণাকর্মটি সকল গবেষক, প্রাগ্রসর পাঠক-পাঠিকাসহ বিপুল জনগোষ্ঠীকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়াও দেশপ্রেম, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রেক্ষাপট

ফিলিস্তিন বর্তমান বিশ্বের এক আলোচিত ভূখণ্ডের নাম। এ অঞ্চলটিকে ঘিরে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলিদের মাঝে আজ অবধি সংঘাত লেগে আছে। মূলত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বেশ কিছু ইউরোপীয় ইহুদী ফিলিস্তিনে বসতি গড়ে তুলে এবং ধীরে ধীরে সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী অভিবাসী ইহুদীরা আসতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৫ মে দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়।[২] ফিলিস্তিনসহ আরবদেশগুলো তাদের এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানায় এবং এ বিষয়কে কেন্দ্র করে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সূচনা হয়। শুরু হওয়া সে সংঘাত এখনও চলমান।[৩] ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা নৃশংস হয়ে উঠে এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি নির্যাতন ও নিপীড়িনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। ইসরাইলি সরকার ও তার সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে বিভিন্ন রকম অত্যাচারে জর্জরিত করে রাখে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে জিম্মি করে রাখে। এছাড়াও ইসরাইলের সামরিক বাহিনী হাজার হাজার ফিলিস্তিনি জনগণকে তাদের নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে। সময়ের সাথে সাথে ফিলিস্তিনের জনসাধারণ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে।[৪] কিন্তু ইসরাইলি সরকার দমন-পীড়নের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের মুখ বন্ধ রাখার প্রচেষ্টা চালায় এবং তাদেরকে একটি দাসত্বের জাতিতে পরিনত করতে চেষ্টা করে। ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের মূলত তিনটি কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি হলো ইসরাইল রাষ্ট্রের ব্যাপারে ফিলিস্তিনিদের অস্বীকৃতি, দ্বিতীয়টি হলো ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও আন্দোলন আর তৃতীয়টি হলো ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ।

ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ দুটি রূপে সংঘটিত হয়। একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ ও অপরটি সাহিত্যিক প্রতিরোধ। সশস্ত্র প্রতিরোধ হিসেবে ১৯৪৮, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে আরব ও

ইসরাইলিদের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৫] তবে পরবর্তীতে ছোট খাটো আরো বেশ কিছু সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। অন্যদিকে সাহিত্যিক প্রতিরোধ ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত একটি আন্দোলন, যা ১৯৩৬ সাল থেকে সূচনা লাভ করে। সময়ের পালা বদলে সশস্ত্র প্রতিরোধ দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও সাহিত্যিক প্রতিরোধ চলমান ও সক্রিয় থাকে। মূলত ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন প্রতিবাদী আরব কবিদের জন্ম দেয় যারা আগ্রাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাব্য রচনা করেন এবং মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহিত করেন। এ ক্ষেত্রে মাহমূদ দারবীশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় তাঁকে প্রতিরোধ সাহিত্যের পথিকৃত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রসঙ্গে Eco Resistance in the Poetry of the Arab Poet Mahmoud Darwish শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়: [৬]

> *Although armed resistance was mainly muted and passive, literary resistance remained active. This means that the literary resistance, resistance through literature, was present and the Arab poets did not give up their resistance to the colonization of their homelands. Among these Arab poets emerged the poet Mahmoud Darwish who is said to have brought the resistance revival and is regarded as the father of the Arab resistance poetry.*

মাহমূদ দারবীশের কবিতায় ইসরাইলি আগ্রাসন

ষাটের দশক থেকে কাব্যচর্চায় নিয়োজিত দারবীশ আরবী সাহিত্যাঙ্গনে একজন বিশ্ব সমাদৃত কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর কবিতা আরবীভাষী পাঠক ছাড়াও অনারব পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে। দাদা হুসাইন দারবীশের অনুপ্রেরণায় তিনি কাব্যচর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং প্রাক ইসলামী ভাবধারায় রচিত কাব্যসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রাচীন আরবী কাব্যশৈলী অনুসরণ করে লেখালেখি শুরু করেন।[৭] ফলে, তাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতায় সনাতন আরবী কবিতার ছন্দের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে সত্তর দশকের পর থেকে তিনি মুক্ত ছন্দের কবিতা লিখতে শুরু করেন, তবে মাঝে মাঝে তাঁকে ধ্রুপদী কবিতা রচনা করতে দেখা যায়।[৮] তিনি দেশাত্মবোধক ও রাজনৈতিক কবিতার পাশাপাশি প্রতিবাদী ও সংগ্রামী কবিতা রচনা করেন। ফলে প্রতিরোধের কবি হিসেবে বিশ্বব্যাপি তাঁর পরিচিতি গড়ে উঠে।[৯]

দারবীশ ১৯৪১ সালের ১৩ মার্চ তৎকালীন ফিলিস্তিনের পূর্ব উকা নগরীর আল বিরওয়াহ গ্রামের এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১০] ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হলে তাঁর পরিবার ফিলিস্তিন ত্যাগ করে দক্ষিণ লেবাননে অবস্থিত রমীশ শরণার্থীশিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং শরণার্থী হিসেবে সেখানে এক বছর অতিবাহিত করে। ১৯৪৯ সালে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনের পর দারবীশ ফিলিস্তিনে ফিরে এসে দায়রুল আসাদ নামক গ্রামের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর আল জাদীদাহ ও কাফর ইয়াসিফ গ্রামে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন।[১১] ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য দারবীশ ফিলিস্তিন ত্যাগ করে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে গমন করেন। তিনি সেখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বৈরুতে অবস্থান করেন এবং ফিলিস্তিন রিসার্চ সেন্টার এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে ইসরাইল কর্তৃক বৈরুত আক্রান্ত হলে তিনি নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন। নির্বাসিত এ জীবনে সিরিয়া, সাইপ্রাস ও তিউনিসিয়ায় অবস্থান করেন।[১২] জীবনের শেষ দিকে তিনি প্যারিসে চলে আসেন এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি রামাল্লায় বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইসরাইলের

অনুমতি সাপেক্ষে তিনি ফিলিস্তিনে ফিরে আসেন। ২০০৮ সালে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[১৩]

বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত প্রকট আকার ধারণ করে এবং তা আরব বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়। ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধ ও ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা প্রদানের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনসহ আরবলীগের বিভিন্ন দেশ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দারবীশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকটের বিষয়টি তিনি তাঁর কবিতায় উপস্থাপন করেন। এমনকি ইসরাইলি আগ্রাসন তাঁর কবিতার একটি অন্যতম বিষয়ে পরিনত হয়।[১৪] তিনি এ সমস্ত কবিতায় ফিলিস্তিনের বিভিন্ন সংকট নিরসন ও ইসরাইলি আগ্রাসন থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁর কাব্য প্রচেষ্টা জাতিকে যেমন নতুন পথ দেখিয়েছে, তেমনি তাদের নতুন করে বাঁচার আশা জাগিয়েছে। তাঁর কবিতার দ্রোহ বর্বর ইসরাইলিদের অস্থির করে তুলেছে। তাদের বুলেট, বোমা আর অস্ত্রের মুখে দারবীশের কবিতা যেন মারনাস্ত্র হয়ে ইসরাইলদের মর্মে আঘাত করেছে। দারবীশ বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের হৃদয়ের ক্ষোভ ও ক্ষত, আশা ও হতাশা, মুক্তির স্বপ্ন ও দ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। নির্যাতন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সংকট নিরসনের প্রত্যাশা ও স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা দারবীশের কবিতাকে কখনো প্রতিবাদী, কখনো প্রতীকী আবার কখনো স্বপ্নময় করে তুলে। যার ফলে তাঁর কবিতা ফিলিস্তিন জাতিকে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও উজ্জীবিত করে তুলতে সক্ষম হয়।[১৫] কেননা ইসরাইলি সরকারের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদী করে তুলা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামী আন্দোলনে তাদের উজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর ফিলিস্তিন কেন্দ্রিক কবিতার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

মাহমূদ দারবীশের কবিতায় ইসরাইলি আগ্রাসন প্রসঙ্গটি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। একটি হলো তিনি তাঁর কবিতায় ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরাইলি আগ্রাসনের চিত্র অংকন করেন, অপরটি হলো এ আগ্রাসনের কারণে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের জীবন ব্যবস্থার উপর যে প্রভাব পড়েছিল তার একটি বিবরণ উপস্থাপন করেন। এ ছাড়াও তিনি ইসরাইলি আগ্রাসন থেকে মুক্তির জন্য এবং ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংকট নিরসনের জন্য ফিলিস্তিনি জনগণের কি করণীয় সে বিষয়টি উল্লেখ করেন। আলোচনার সুবিধার্থে প্রবন্ধটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরাইলি আগ্রাসনের চিত্র তুলে ধরা হবে। দ্বিতীয় পর্বে ফিলিস্তিনি জনগণের জীবনধারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তৃতীয় পর্বে ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দারবীশের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হবে।

প্রথম পর্ব: ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরাইলি আগ্রাসনের চিত্র

মাহমূদ দারবীশ ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি। তবে ফিলিস্তিনের জাতীয় কবি হলেও মূলত তিনি মানবতার কবি, মানবতাবাদি এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ ও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর নির্যাতনের নির্মম চিত্র মাহমূদ দারবীশকে ব্যাথিত করে তোলে। তাদের অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক কষ্ট তাঁকে দেশ ও জাতি নিয়ে ভাবতে বাধ্য করে। আর তাই তাঁর কবিতায় ফুটে উঠে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনগণের দু:খ-দুর্দশা ও করুন আর্তনাদ। তিনি ফিলিস্তিনের নির্যাতিত মানুষের করুণ আর্তনাদ, অধিকার বঞ্চিত জনগণের হাহাকার কবিতার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পৌছে দিতে চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সামনে সাম্রাজ্যবাদী শাষক ও ক্ষমতাধর মানুষের আগ্রাসন ও নিপীড়নের চিত্র সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। ফিলিস্তিনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে তিনি নির্যাতিত মানুষের চিত্র কবিতার

মাধ্যমে চিত্রায়িত করার প্রচেষ্টা চালান। ইসরাইল সরকার ও তাদের সেনা বাহিনী ফিলিস্তিনি জনগণের উপর যে সমস্ত অত্যাচার ও নির্যাতন চালায় তা দারবীশের কবিতার আলোকে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল ও বাস্তুভিটা উচ্ছেদ: ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের সূচনা হয় ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল ও বাস্তুভিটা উচ্ছেদের মাদ্যমে। ইসরাইল কর্তৃপক্ষ ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলকে নিজেদের মালিকানাধীন হিসেবে দাবী করে ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করে, এবং সে সব জায়গা থেকে তাদেরকে জোর করে চলে যেতে বাধ্য করে। এছাড়াও ফিলিস্তিনিদের মালিকানাধীন বিভিন্ন ভবন দখল করে। ইসরাইলি সরকার ফিলিস্তিনিদের শুধু ঘরবাড়ি ও বাস্তুভিটা দখল করেনি, বরং তারা তাদের জমির অধিকারও হরণ করে। তারা ক্রমশ: ফিলিস্তিনিদের আবাস ভূমির পাশাপাশি তাদের কৃষি ভূমি জবর দখল করে এবং সেখানে তারা নতুন নতুন বসতি স্থাপন করে অথবা সেনা ছাউনি তৈরী করে।[১৬] তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য ফিলিস্তিনিদের ঘর-বাড়ীগুলোকে ধ্বংস করে মাটির সাথে বিলীন করে দেয়, জমির ফসলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এভাবে তারা প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনি জনগণের শত শত বাড়ি ধ্বংস করে এবং কৃষি জমির অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। তাদের এ নির্মম আগ্রাসনের ফলে লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয়হীন হয়েছে এবং মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। তাই কবি মাহমূদ দারবীশ তাদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করে বলেন:[১৭]

سجِّل!
أنا عربي
سلبتُ كرومَ أجدادي
وأرضاً كنتُ أفلحُها
أنا وجميعُ أولادي
ولم تتركْ لنا.. ولكلِّ أحفادي
سوى هذي الصخورِ
فهل ستأخذُها
حكومتكمْ.. كما قيلا!؟

"তুমি লিখে রাখো,
আমি একজন আরব সন্তান।
আমার দাদার বাগান, জমি ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।
যা আমি আর আমার সকল সন্তান মিলে চাষ করতাম।
তারা আমাদের জন্য এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য
এই পাথুরে ভূমিটুকু ছাড়া কিছুই রেখে যায়নি।
তোমার প্রশাসন নাকি অচিরেই সেটা ও নিয়ে নিবে।
যেমনটি বলা বলা হচ্ছে?"

ফিলিস্তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ: প্রতিটি দেশের মানুষ নাগরিক হিসেবে কিছু মৌলিক অধিকার অর্জন করে থাকে। মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা। দখলদার ইসরাইলি বাহিনী প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে এবং সহিংস আচরণ, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, শিশু অপহরণ, চিকিৎসা সেবায় বাধা প্রদানের মত

অমানবিক কর্মকাণ্ড তারা পরিচালনা করে। এছাড়াও তারা দমন-পীড়নের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং ফিলিস্তিনি জনগণকে একটি দাসত্বের জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করে। মূলত তারা ফিলিস্তিনিদের মানবাধিকার হরণ করে তাদেরকে জিম্মি করে রাখে। ফলে ফিলিস্তিনি জনগণ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রায়শই নানা রকম জটিলতার সম্মুখীন হয়। এমনকি অনেকের চলাফেরা ও গতিবিধির উপর নজরদারী করা হয়। জীবনের প্রতিটি স্তরে প্রতিবন্ধকতা ও বঞ্চনার কারণে ফিলিস্তিনিদের বেঁচে থাকার স্বপ্ন হারিয়ে যায়। কেননা তাদের যা কিছু ছিল তা তারা কেড়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং এখন মৃত্যুই তাদেরকে যাবতীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিবে এবং জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে দিবে। দারবীশ ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনি জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের নির্মম চিত্র অঙ্কন করে বলেন: [১৮]

يقول على حافّة الموت:
لم يبق لي موطئ للخسارة،
حرٌّ أنا قرب حريتي،
وغدي في يدي..
سوف أدخل، عما قليل، حياتي
وأولد حُرّاً بلا أبوين،
وأختار لاسمي حروفاً من اللازَوَرْد.

"সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে বলে:
আমার হারানোর জায়গা নেই,
আমি এখন মুক্ত, আমার স্বাধীনতা খুবই নিকটে
আমার ভবিষ্যত এখন আমার হাতে...
আমি শীঘ্রই আমার জীবনে প্রবেশ করব
আমি বাবা-মা ছাড়া স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করবো,
এবং আমি আমার নামের জন্য নীলকান্তমণির অক্ষর বেছে নিব।"

ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন নির্যাতন ও নির্বিচারে হত্যা: ফিলিস্তিনি জনগণের আর্তনাদের মূল কারণ ইসরাইলি আগ্রাসন। ইসরাইলি সরকার ও তার সেনাবাহিনী ফিলিস্তীনের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে নানা রকম আঘাতে জর্জরিত করে তুলে এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করে। তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে নিজেদের ভূমি হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এ ভূমি থেকে ফিলিস্তিনিদের তাড়িয়ে দেয়ার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল প্রয়োগ করে। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন, শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন, বোমা ও গুলি বর্ষণ ইত্যাদি হীন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলি বাহিনী ফিলিস্তীনে উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েই ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে দখল করার জন্য নৃশংস হয়ে উঠে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের উপর অমানবিক আগ্রাসন চালায়।[১৯] তাদের এ নির্যাতন ও অত্যাচারে শত শত ফিলিস্তিনি নাগরিক মৃত্যুবরণ করে। দারবীশ সে নির্মম দৃশ্য করুণ হৃদয়ে কবিতায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন: [২০]

أنا يوسفٌ يا أبي

يا أَبي، إخوتي لا يحبُّونني،
لا يريدونني بينهم يا أَبي.
يَعتدُون عليَّ ويرمُونني بالحصى والكلامِ
يريدونني أَن أَموت لكي يمدحُوني
وهم أَوصدُوا باب بيتك دوني
وهم طردوني من الحقلِ
هم سمَّمُوا عنبي يا أَبي
وهم حطَّمُوا لُعبي يا أَبي
حين مرَّ النَّسيمُ ولاعب شعرِي
غاروا وثارُوا عليَّ وثاروا عليك،
فماذا صنعتُ لهم يا أَبي?

"বাবা! আমি তোমার ইউসুফ
বাবা! আমার ভাইয়েরা আমাকে ভালোবাসে না
তারা আমাকে তাদের মাঝে নিতে চায় না বাবা
তারা আমার উপর বিভিন্ন নির্যাতন করে, পাথর ছুঁড়ে মারে ও অপবাদ দেয়
আমার ভাইয়েরা আমার মৃত্যু কামনা করে, যেন মৃত্যুর পর আমার প্রশংসা করতে পারে
তারা আমার মুখের সামনে তোমার বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দেয়
তারা আমাকে বিতাড়িত করেছে শস্যক্ষেত থেকে
বাবা! তারা আমার আঙ্গুরের বাগান বিষে ভরে দিয়েছে
বাবা! তারা আমার খেলনা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে
যখন সকাল বেলায় বাতাস প্রবাহিত হয় এবং আমার চুল নিয়ে খেলা করে
তখন তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠে, আমাকে এবং আপনার আক্রমণ করতে চায়,
আচ্ছা বাবা, আমি তাদের কি এমন ক্ষতি করেছি?"

ফিলিস্তিনের প্রতিবাদী জনগণকে কারাগারে বন্দী: ফিলিস্তিনিদের জীবনে কারাবরণ নিত্যনৈমিত্তিক একটি বিষয়। রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক অধিকার হরণের ক্ষেত্রে ইসরাইলি সেনাবাহিনীকে বাধা প্রদান করলে ফিলিস্তিনি জনগণকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হতো। আটক করে রাখা হতো মাসের পর মাস, আবার কাউকে বছরের পর বছর কারাগারে বন্দী রেখে নানা রকম শাস্তি প্রদান করা হতো। স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্নদ্রষ্টা মাহমূদ দারবীশ তাঁর কবিতাকে ইসরাইলিদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করলে তাঁকেও বেশ কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। তাঁর কারাগারের দিনগুলো ছিল খুব কষ্টের। তাঁকে শুধু শারিরীকভাবেই কষ্ট দেয়া হতো না, বরং মানষিকভাবেও তাঁকে নির্যাতন করা হতো। এছাড়াও মানুষের জীবন ধারনের যে মৌলিক চাহিদাগুলো রয়েছে, তা প্রদান করতে কারা প্রশাসন কার্পণ্য করত। তাঁকে তিনবেলা খাবার খেতে দেয়া হতো না। একই পোষাক দীর্ঘদিন ধরে পরিধান করে থাকতে বাধ্য করা হতো। কারাগারের তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন: [২১]

تغيَّر عنوانُ بيتي
وموعدُ أكلي
ومقدار تبغي تغيَّر
ولون ثيابي ، ووجهي ، وشكلي
وحتى القمر
عزيزٌ عليَّ هنا
صار أحلى وأكبر
ورائحة الأرض : عطرٌ
وطعم الطبيعة : سُكّرْ
كأني على سطح بيتي القديم
ونجم جديد ..
بعيني تسمَّرْ

"আমার বাসার ঠিকানা বদলে গেছে
পরিবর্তিত হয়েছে আমার খাওয়ার সময় ও তামাকের পরিমাণ
আমার কাপড়ের রং, আমার মুখমণ্ডল ও অবয়ব।
এমনকি চাঁদও বদলে গেছে
যে এখনো আমার প্রতি দয়াদ্র
সে অনেক মধুর ও বিশাল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী
মাতৃভূমির মাটির গন্ধ সুগন্ধময়
প্রকৃতির স্বাদ মধুময়
আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আমার
পুরানো বাড়ির ছাদে অবস্থান করছি আর নতুন
তারকাগুলো আমার চোখে ধূসর হয়ে উঠেছে।"

শুধু দারবীশ নয়, ফিলিস্তিনি নাগরিকদের একটা বড় অংশ কাটে কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে। কারাগার যেন তাঁদের আপন ঠিকানা হয়ে উঠে। চার দেয়ালের এ মাটিতে তাদের প্রভাত ঘটে, এ বন্দী জগতে তাদের রাত কাটে। তারা শুধু স্বাধীনভাবে চাঁদের জ্যোৎস্নাকে উপভোগ করতে পারে। মুক্তির প্রতীক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে অনেকে বার্দ্ধক্যে পৌছে যায়। এমনকি অনেকে জীবিত অবস্থায় কারাগারের সীমানা থেকে বের হতে পারেনা। মৃত্যুগ্রহণের মাধ্যমে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে।

ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুদের প্রতি অমানবিক আচরণ: ফিলিস্তিনে নারী ও শিশু হত্যা ও নির্যাতন ক্রমবর্ধমান। প্রায় প্রতিদিনই ফিলিস্তিনের কোথাও না কোথাও কোন নারী অথবা কোন শিশু ইসরাইলি আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে এবং কেউ হয়তো আহত হচ্ছে, আর কেউ বা নিহত। ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলি সৈন্যদের গোলা বর্ষণ, বিমান ও ড্রোন হামলা এবং অন্যান্য আক্রমনে শুধু মাত্র ফিলিস্তিনি যুবক ও তরুনরাই নিহত হয়নি, বরং তাদের হামলা ও আক্রমনের শিকার হয়ে বহু নিরপরাধ ফিলিস্তিনি শিশু ও নারী নিহত হয়। এছাড়াও ইসরাইলি বাহিনী কর্তৃক শত শত ফিলিস্তিনি

শিশুকে গ্রেফতার করার প্রমানও রয়েছে যাদের কারাগারে বন্দী রেখে বিভিন্ন অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। ফিলিস্তিনি শিশুরাই শুধু ইসরাইলের লক্ষ্যবস্তু নয়, ফিলিস্তিনি নারীরাও তাদের আগ্রাসনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তারা মনে করে ফিলিস্তিনি নারীদের কারাগারে বন্দী অথবা হত্যা করতে পারলে ফিলিস্তিনে জন্মহার কমে আসবে। ফলে ফিলিস্তিনিদের ইসরাইল বিরোধী আন্দোলন অকার্যকর হয়ে পড়বে। ফিলিস্তিনে নারী নির্যাতন ও শিশু হত্যার নির্মম চিত্র দারবীশকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। আর তাই তিনি ফিলিস্তিনি শিশুদের নির্যাতন প্রসঙ্গটি বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন: [২২]

وجدوا في صدره قنديلَ وردٍ.. وقمرْ
وهو ملقى، ميتاً، فوق حجرْ
وجدوا في جيبه بعض قروش
وجدوا علبة كبريت , وتصريح سفرْ
وعلى ساعده الغض نقوش.
قَبَّلَتْهُ أُمُّهُ...
وبكت عاماً عليه
بعد عام , نبت العوسج في عنيه
واشتدَّ الظلام
عندما شبَّ أخوه
ومضى يبحث عن شغل بأسواق المدينة
حبسوه...
آه أطفال بلادي
هكذا مات القمرْ!

"তারা তার বুকে খুজে পেল রজনীগন্ধা ও গোলাপের তোড়া
আর সে মৃত অবস্থায় পাথরের উপর শায়িত
তারা তার পকেটে কিছু মুদ্রা খুঁজে পায়
তারা একটি দিয়াশলাইয়ের বাক্স এবং একটি ভ্রমণ পাস খুঁজে পায়
এবং তার কোমল বাহুতে আলপনা।
তার মা তাকে চুম্বন করলো
তার জন্য এক বছর কান্নাকাটি করলো
এক বছর পরে, তার চোখে একটি ফোড়া দেখা দিলো
তার দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে গেলো
যখন তার ভাই বড়ো হয়ে উঠলো
সে শহরের বাজারে চাকরি খুঁজতে গিয়েছিল
তারা তাকে আটকে রাখলো
হায়! আমার দেশের সন্তান
এভাবেই চাঁদের মত ফুটফুটে শিশুরা মৃত্যুবরণ করছে।"

দ্বিতীয় পর্ব: ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ইসরাইলি আগ্রাসনের প্রভাব

১৯৪৮ সালের ১৫ মে দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসরাইল রাষ্ট্র। এদিন ফিলিস্তিনি জনগণ হারায় তাদের সবকিছু। আর তাই ফিলিস্তিনি জনগণ ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।[২৩] ঔপনিবেশিক ব্রিটেনের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া ফিলিস্তিনের শত শত গ্রাম ও শহরের ধ্বংসস্তুপের ওপর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না। এ সত্য কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। সে সময় একটি আন্তর্জাতিক অনুমোদনের মাধ্যমে ইসরাইলের পাশাপাশি একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ভারও ইংল্যাণ্ড সরকারের উপর দেয়া হয়। কিন্তু তারা চক্রান্ত করে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। এক সময় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সই ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দুটি প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি। জনগণের জাতীয় মর্যাদার কোনো রকম পরোয়া না করেই তারা এই অঞ্চলকে তাদের স্বার্থমতো ভাগ করে।[২৪] ১৯১৬ সালে ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত সাইকস-পিকট নামে পরিচিত গোপন চুক্তিই এর বড় উদাহরণ। এ চুক্তির মাধ্যমে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর রাশিয়া অন্য দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। ফলে তারা ফিলিস্তিনকে মূলত একটি আন্তর্জাতিকায়িত অঞ্চলে পরিণত করে।[২৫] অথচ আগের আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুসারে ফিলিস্তিনের হওয়ার কথা ছিল ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীন একটি দেশ। ইসরাইল সরকার ও তাদের সেনা বাহিনীর বিভিন্ন অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে ফিলিস্তিনি জনগণের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে।[২৬] দারবীশ তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং উক্ত প্রভাবের কারণে ফিলিস্তিনি নাগরিকদের জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তা তিনি চিহ্নিত করে কবিতায় স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। নিম্নে দারবীশের কবিতার আলোকে সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো:

আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি: ফিলিস্তিনি নাগরিকের আত্মপরিচয়ের সংকট একটি জাতীয় সমস্যা। ইসরাইলকে রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষনা প্রদান করার পর লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে নিজ আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়। কেননা ইসরাইলি সরকার ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে নিজেদের রাষ্ট্রের অংশ মনে করে। বিধায় ফিলিস্তিনিরা নিজ মাতৃভূমিতে ভিনদেশি হিসেবে বসবাস করে। তাদের নেই কোন রাষ্ট্রীয় পরিচয়, নেই কোন নাগরিকত্বের প্রমানপত্র। তাদেরকে চিহ্নিত করা হয় অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। আত্মপরিচয়ের সংকট ফিলিস্তিনি জনগণকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করে। ফলে অনেকে ফিলিস্তিন থেকে বিতারিত হয়ে শরণার্থী হিসেবে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে শুরু করে। অন্যদিকে যারা দেশের মাটিকে আঁকড়ে ধরে থেকে ফিলিস্তিনে অবস্থান করে তারা নিজ দেশে পরবাসী হয়ে পড়ে এবং আত্মপরিচয়ের সংকট নিয়ে নাগরিক অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হতে থাকে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরাইলের এই আচরনের প্রক্রিয়াটিকে ফিলিস্তিনিদের জাতিগত নিশ্চিহ্নকরন হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।[২৭] তাই দারবীশ আক্ষেপ করে বলেন:[২৮]

لو ولدت من امرأة استرالية /وأب ارمني

ومسقط رأسك كان فرنسا

فماذا تكون هويتك اليوم؟

-طبعا ثلاثية/وجنسيتي/فرنسية

وحقوقي فرنسية /والى أخره...

وإن كانت الأم مصرية / وجدتك من حلب

ومكان الولادة في يثرب / وأما أبوك فمن غزة

فماذا تكون هويتك اليوم؟
طبعا رباعية مثل ألوان رايتنا العربية
سوداء.خضراء.حمراء.بيضاء
ولكن جنسيتي تتخمر في المختبر
وأماجواز السفر
فمازال مثل فلسطين مسألة فيها نظر
ومازال فيها نظر وإلى أخره...

"যদি তোমার জন্ম হতো
অষ্ট্রেলীয় কোন রমনীর গর্ভে / আর্মনীয় পিতার ঔরসে
আর অবস্থান করতে ফ্রান্সে/ তবে তোমার পরিচয় কী হতো?
অবশ্যই, তিনিটি/ আমার জাতীয়তা হতো ফরাসি
এবং ফ্রান্সে আমার অধিকার থাকতো বেঁচে থাকার
আরো অনেক কিছু।
যদি তোমার মা হতো একজন মিশরীয় /আর মাতামহ আলেপ্পোর
জন্মস্থান ইয়াসরীব / তোমার পিতা হতো গাজার বাসিন্দা
তবে আজ তোমার পরিচয় কী হতো?
স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আরব পতাকার রঙের মতোই চারটি
কালো, সবুজ, লাল ও সাদা।
কিন্তু আমার নাগরিকত্ব গবেষণাগারে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আর পাসপোর্ট!
তা ফিলিস্তিনের মতো এখনও সমস্যায় জর্জরিত
তা এখনোও বিবেচনাধীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং আরো অনেক কিছু।"

বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি: ইসরাইলি সহিংসতার প্রভাবে ফিলিস্তিনে যে সমস্ত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে বাস্তুচ্যুতি অন্যতম। ১৯৪৮ সালের পর থেকে ফিলিস্তিনে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৯] এ সমস্ত বাস্তুচ্যুত মানুষ নিজ দেশে যাযাবরের ন্যায় আশ্রয়হীনভাবে জীবন যাপন করছে, নয়তো অন্যদেশে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে। একদা যাদের নিজের দেশ ছিল, আত্মপরিচয় ছিল আজ তাদের কোনো জাতীয় পরিচয় নেই। মূলত ইসরাইলের অবৈধ আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের কারণে ফিলিস্তিনের মানচিত্র থেকে ক্রমান্বয়ে ফিলিস্তিনি জনগণের অস্তিত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। কেননা অবৈধ দখলদারিত্ব এবং নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যখনই ফিলিস্তিনি জনগণ সোচ্চার হয়েছে তখনই ফিলিস্তিনের উপর নেমে এসেছে ইসরাইলের নিষ্ঠুরতা। ক্রমাগত গোলা বর্ষণ, আকশপথে রকেট নিক্ষেপের মাধ্যমে ফিলিস্তিন হয়ে উঠেছে মৃত্যুপুরী। তাদের এ আকস্মিক আক্রমনের মাধ্যমে অনেক বসতবাড়ি ও ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে, অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থাপনা হামলার শিকার হয়েছে। ফলে অনেক মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজ বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। আর এভাবেই ফিলিস্তিনে বাস্তুচ্যুত জনগণের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ফিলিস্তিন ভূখণ্ড হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে দারবীশ বাস্তুচ্যুত প্রেমিকার সংগ্রামী জীবন ও তার দুর্ভোগের চিত্র অঙ্কন করে বলেন: [৩০]

رأيتُكِ في جبال الشوك
راعيةً بلا أغنام
مطارَدةً، وفي الأطلال...
وكنت حديقتي، وأنا غريب الدّار

رأيتكِ في خوابي الماء والقمحِ
محطَّمةً. رأيتك في مقاهي الليل خادمةً
رأيتك في شعاع الدمع والجرحِ.
وأنتِ الرئة الأخرى بصدري...
أنتِ أنتِ الصوتُ في شفتي....
وأنتِ الماء، أنتِ النار!

" আমি তোমায় দেখেছি
কন্টকাকীর্ণ পাহাড়ের চূড়ায়, টিলার উপরে
মেষহীন বিতারিত রাখালের ন্যায়।
তুমি ছিলে আমার উদ্যান, আর আমি এক অচেনা পথিক।

আমি তোমায় দেখেছি
পানি ও আটার ড্রামে ছিন্নভিন্ন অবস্থায়
আমি তোমায় দেখেছি
কফি হাউজের পরিচারিকা হিসেবে
আমি তোমায় দেখেছি
আঘাত ও অশ্রুচ্ছটায়।
তুমি আমার বুকের আরেকটি হৃদপিণ্ড
তুমি, তুমিই আমার ঠোঁট নিসৃত কণ্ঠস্বর
আর তুমিই শীতলতা, তুমিই উষ্ণতা!"

মানসিক বিকাশের ধারা সংকোচন: ফিলিস্তিন ভূমিতে ফিলিস্তিনিদের হত্যা আর নির্যাতন ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার এবং স্বাভাবিক একটা বিষয়। ফিলিস্তিনিদের আর্তনাদ আর হাহাকার জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠে, যেন এর কোন পরিসমাপ্তি নাই। দু:খ আর বেদনা যেন ফিলিস্তিনিদের চিরন্তন বন্ধু। ফিলিস্তিনে জন্ম নেয়া যেন জীবনের একটি অভিশাপ। জীবনের কোন মূল্য নেই, নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোন মুহূর্তে যে কেউ গুম হয়ে যাচ্ছে অথবা জেলখানায় বন্দী হচ্ছে। নিরাপদ ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য ফিলিস্তিনের বহু নাগরিক মাতৃভূমি ত্যাগ করে বিভিন্ন দেশে চলে যায় এবং সেখানে জীবন ধারনের জন্য আশ্রয় খুজে নেয়। দারবীশ বলেন: [৩১]

ماذا جنينا نحن يا أماه؟
حتى نموت مرتين
فمرة في الحياة
ومرة نموت في الحياة
هل تعلمين ما الذي يملأني بكاء؟
هبي مرضتُ ليلةً... وهدَّ جسمي الداء !

আচ্ছা মা! আমরা কি অপরাধ করেছিলাম যে
আমাদেরকে দুবার মৃত্যুবরণ করতে হবে?
অথচ মানুষ জীবনে একবারই মৃত্যুবরণ করে
আমরাও জীবনে একবারই মৃত্যুবরণ করতে চাই
তুমি কি জানো কোন বিষয়টি আমাকে কাঁদাচ্ছে?
আমি রাতে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি আর
আমার শরীর রোগে আক্রান্ত হয়ে আছে।
(অথচ আমাকে সেবা করার মত আশেপাশে কেউ নেই)

বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অবকাঠামো ধ্বংস: ন্যায়বিচারের অধিকার একটি মানুষের মৌলিক অধিকার। ন্যায়বিচার হাজার হাজার মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা। অথচ ফিলিস্তিনি জনগণ ন্যায়বিচারের মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতিনিয়ত ইসরাইলি সেনাবাহিনী কর্তৃক ফিলিস্তিনি জনগণ যে সমস্ত নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হচ্ছে, তার কোন বিচারের ব্যবস্থা নেই। আদালতে তার কোন প্রতিকার নেই। ফলে ক্রমশ মানুষ আদালতের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে এবং বিচার ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। শুধু নির্যাতন করেই তারা ক্ষ্যান্ত হয়নি, অধিকন্তু তারা ফিলিস্তিনি জনগণকে অপরাধি হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা নিরাপরাধ মানুষকে খুনের আসামি হিসেবে চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করে, আবার সাধারণ মানুষকে চোর সাব্যস্ত করে জেলখানায় বন্দী করে। ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইসরাইলি সেনা বাহিনীর অত্যাচারের এ নির্মম চিত্র কবি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন।[৩২]

وضعوا على فمه السلاسل
ربطوا يديه بصخرة الموتى ،
و قالوا : أنت قاتل!
أخذوا طعامه و الملابس و البيارق
ورموه في زنزانة الموتى ،
وقالوا : أنت سارق!
طردوه من كل المرافئ
أخذوا حبيبته الصغيرة ،
ثم قالوا : أنت لاجئ!

তারা তার মুখে শিকল পরিয়ে দিল
তারা নিহত ব্যক্তির রক্তাক্ত পাথরের সাথে তার দুই হাত বেঁধে দিল
অতঃপর তারা বলল: তুমি তো একজন খুনী!
তারা তার খাবার, কাপড়, ব্যানার কেড়ে নিয়ে গেল
তারা তাকে মৃত্যু কুঠরীতে নিক্ষেপ করলো,
এবং তারা বলল: তুমি একজন চোর!
তারা প্রতিটি বন্দর থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলো
তারা তার ছোট বান্ধবীকে আটক করে রাখলো
অতঃপর তারা বলল: তুমি একজন শরণার্থী!

শরণার্থী হিসেবে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ: ১৯৪৮ সালের পর থেকে বেশ কয়েকবার ফিলিস্তিনি আরবদের সাথে দখলদার ইসরাইলিদের যুদ্ধ হয়। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল বাহিনী সবচেয়ে বেশী পর্যদুস্থ হয়। এই যুদ্ধে পাঁচ শত ইসরাইলি নিহত ও দুই হাজার ইসরাইলি আহত হয়।[৩৩] পরবর্তীতে ইসরাইলিরা আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং তাদের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়তেই থাকে। ফলে, ফিলিস্তিনিদের দুঃখ-কষ্ট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দেশের প্রতিটি মানুষ এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য আর্তনাদ করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে ইসরাইল সরকার বহু ফিলিস্তিনি জনগণকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। তাছাড়া জীবন বাচানো ও আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে অনেক ফিলিস্তিনি নাগরিক মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাড়ি জমায়। এভাবে সন্তান তার পরিবারের স্নেহ, প্রেমিক তার প্রেমিকার ভালোবাসা উপেক্ষা করে শরনার্থীর জীবন গ্রহণ করে। দারবীশ ফিলিস্তিনি জনগণের এ করুণ দৃশ্য নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেন এবং কাব্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে তা উপস্থাপন করেন। দৃষ্টান্ত স্বরুপ তিনি তাঁর প্রেমিকার দেশত্যাগের চিত্রটি অত্যন্ত আবেগঘন ভাষায় ব্যক্ত করেন এবং দেশের মাটি ও প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে ফিরে আসার আহ্বান জানান। কবি বলেন: [৩৪]

وطني جبينك، فاسمعيني
لا تتركيني
خلف السياج
كعشبةٍ بريةٍ،
كيمامة مهجورةٍ
لا تتركني
قمراً تعيساً
كوكباً متسولاً بين الغصون
لا تتركني
حُرّاً بحزني
واحبسيني
بيد تصبُّ الشمس
فوق كُوى سجوني.

"আমার জন্মভূমি তোমার ভাগ্য, সুতরাং তুমি আমার কথা শোন
তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না
বেড়ার পিছনে
শুকনো ঘাসের ন্যায়
ও পরিত্যক্ত পারাবতের মতো।
তুমি আমাকে তুমি ফেলে যেও না
হতভাগ্য চাঁদের ন্যায়
এবং এমন করুণাপ্রার্থী তারার ন্যায়, যে ডালে ডালে করুণা যাঞ্চা করে
তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না
আমার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে
তুমি আমাকে জাপটে ধরো
এমন সূর্যস্নাত হাতে
যে সূর্যরশ্মী আমার কারাগারের লোহার উপর এসে পড়ে

তৃতীয় পর্ব: ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দারবীশের ভূমিকা

ফিলিস্তিন ইস্যুটি বর্তমান মানব বিশ্বের অন্যতম একটি বিষাদঘন ইস্যু। দারবীশ জন্মের পর থেকেই অবলোকন করেছেন ইসরাইলিদের নির্মমতা ও বর্বরতা। হতভাগা মায়ের কান্না ও নির্যাতিত বোনের আর্তনাদ তাঁর কানে বেজে উঠেছে সকাল সন্ধ্যায়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ফিলিস্তিন জাতি বিশ্ববাসীর চোখের সামনে নিদারুণভাবে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হয়ে চলেছে। এমন কোন অত্যাচার, নিপীড়ন ও নৃশংসতা বাকি নেই যা ইসরাইল সরকার কর্তৃক ফিলিস্তিন জাতির উপর চালানো হয়নি।[৩৫] ফিলিস্তিনি জনগণের এমন দূর্দশা ও করুণ পরিস্থিতি তাঁর হৃদয়কে করেছে ব্যাথিত ও রক্তাক্ত। এ সময় নিপীড়িত মানুষদের সাথে নিজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুভব করার কারণে তিনি ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামী নায়কের ভূমিকা পালন করেন। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন।[৩৬] একের পর এক কবিতা রচনা করে ফিলিস্তিনি জাতিসত্ত্বা ও তাদের মাতৃভূমিকে জবর দখলকারী, বর্বর ইসরাইলদের কবল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। তাঁর এ প্রচেষ্টা জাতিকে যেমন নতুন পথ দেখাতে সাহায্য করে, তেমনি তাদের নতুন করে বাঁচার আশা জাগিয়ে তুলে।[৩৭]

ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দারবীশ যে ভূমিকা পালন করেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর প্রতিবাদী প্রতিটি কবিতা বর্বর ইসরাইলিদের অস্থির করে তুলে। এমনকি তাদের বুলেট, বোমা আর অস্ত্রের মুখে দারবীশের কবিতা যেন মরনাস্ত্র হয়ে ইসরাইলদের মর্মে আঘাত করে। নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের মাঝে দারবীশের একেকটি কবিতা ইসরাইল বিধ্বংসী অস্ত্র হয়ে উঠে।[৩৮] অন্যদিকে তিনি কবিতার মাধ্যমে জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রায়াস চালান। তাঁর কবিতা ফিলিস্তিনিদের রক্তে উন্মদনা সৃষ্টি করে, যে উন্মাদনা ফিলিস্তীনকে ছাপিয়ে বিশ্বের সকল উপনিবেশের শিকার মজলুম জনগণকে আন্দোলিত করে।[৩৯] তাঁর শব্দমালা স্বাধীনতাসংগ্রামী ফিলিস্তিনিদের জাগরণের মন্ত্রে দিক্ষিত করতে সক্ষম হয়। ইসরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দারবীশ যে ভূমিকা পালন করেন, তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহ প্রদান: রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠির অধিকার বঞ্চনা কবিকে ব্যাথিত করে তোলে। আপন ভূমি থেকে বিতাড়িত ফিলিস্তিনিদের নি:শব্দ কান্না ও আপন দেশে উদ্বাস্তু মানুষের জীবন চিত্র তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। আর তাই ঘরহারা মানুষের কান্না আর অধিকার বঞ্চিত নাগরিকের আর্তনাদ কবিতার মাধ্যমে বিশ্ববাসির সামনে উপস্থাপন করেন। সন্তানহারা মায়ের আবেগ এবং ইসরাইল সরকার কর্তৃক পরিচালিত নানা বিপর্যয় ও নিপীড়নের চিত্র ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন কবিতার প্রতিটি লাইনে। অধিকার বঞ্চিত ও নির্বাসিত ফিলিস্তিনিদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য তিনি উদাত্ত আহবান জানান। বিশ্ববাসীর বিবেক জাগিয়ে তুলতে তিনি তাঁর করুণ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন কবিতার মাধ্যমে। এর পাশাপাশি তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষকে উক্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি মনে করেন স্বাধীনতা অর্জন করা ছাড়া ফিলিস্তিনি জনগণের কোন মর্যাদা নেই, মূল্যায়ন নেই। কেননা তাদেরকে জন্মভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের মাতৃভূমিকে পরিণত করা হয়েছে একটা ভিনদেশ। ফলে, আপন ভূমিতে ফিলিস্তিনিরা যাযাবরের মতো জীবন অতিবাহিত করছে। আর তাই তিনি তাঁ হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ব্যথাগুলোকে প্রকাশ করেন কবিতার মাধ্যমে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন:[৪০]

وأنت يا أماه

ووالدي , وإخوتي , والأهل , والرفاق

لعلكم أحياء

لعلكم أموات

لعلكم مثلي بلا عنوان
ما قيمة الإنسان
بلا وطن
بلا عَلَمْ
ودونما عنوان
ما قيمة الإنسان؟

"হায় আমার মা! তুমি,
আমার বাবা, ভাই, পরিবার ও আমার বন্ধুরা
হয়তো তোমরা সকলে বেঁচে আছো
হয়তোবা তোমরা সকলে মৃত্যুবরণ করেছ
হয়তোবা তোমরাও আমার মতো আশ্রয়হীন অবস্থায় রয়েছ
একজন মানুষের কিবা মূল্য হতে পারে?
যার কোনো স্বাধীন দেশ নেই,
যার কোনো নিজস্ব পতাকা নেই
যার কোনো আশ্রয় ও ঠিকানা নেই
এরকম মানুষের কী দাম রয়েছে, বলো?"

অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ফিলিস্তিনিদের অংশগ্রহনের আহ্বান: দারবীশ মনে করেন অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা প্রয়োজন, আন্দোলন করা প্রয়োজন। আন্দোলন ছাড়া অধিকার আদায় সম্ভব নয়। তাই তিনি ফিলিস্তিনের আপামর জনসাধারণকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ফিলিস্তিনি জনগণ যেন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে একাকার হয়ে নতুন করে বাঁচতে শিখে, এটাই কবির প্রত্যাশা। তিনি আরো প্রত্যাশা করেন যে, কোন শাসকের রক্তচক্ষু অথবা কোনো অত্যাচারীর হুংকার যেন তাদের পিছু হটতে বাধ্য না করে। তিনি ফিলিস্তিনি জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, কথাকে কাজে পরিণত করার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সময় এসেছে রুখে দাড়াবার, দেশ ও জাতির প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রমান করার। তাই ফিলিস্তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন: [৪১]

آن لی ان أبدل اللفظة بالفعل، وآن
لی أن أثبت حبی للثری والقبرة
فالعصا تفترس القيثار في هذا الزمان
وأنا أصفَرُّ في المرآة،
مذ لاحت ورائي شجرهْ !

"সময় এসেছে, এখন আর কথা নয় কাজ করতে হবে
প্রমাণ করার সময় এসেছে, ভালবাসি এই মাটি আর দোয়েলের গান।
আমরা এমনই এক যুগে রয়েছি, যেখানে অস্ত্রের ঝনঝনি বীণার সূরকে গ্রাস করে ফেলে
আর আমি ধীরে ধীরে আয়নার বুক থেকে অদৃশ্যমান হয়ে উঠি
কেননা আমার পিছনে একটি বৃক্ষ দৃশমান হয়ে উঠেছে।"

মআগ্রাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান: দারবীশের কবিতার একটি বড় অংশ জুড়ে ফুটে উঠেছে ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর পরিচালিত বিভিন্ন নির্যাতন ও নিপীড়নের চিত্র। দেশের নৈরাজ্যের জন্য আর সাম্প্রদায়িকতার জন্য যখন দেশের নারীরা হয় অসম্মানিত, তখন বিবেকের বাণী নীরবে কাঁদে। যখন কোন দেশে সুবিচার থাকে না, তখন আনন্দ উৎসবে নারীর শ্লীলতাহানি, বস্ত্রহরণ সবই যেন নিছক দুষ্টুমিতে পরিণত হয়। ইসরাইলি সরকার ফিলিস্তিনিদের থেকে শুধু নাগরিক অধিকার হরণ করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, বরং তারা তাদের জমির অধিকারও হরণ করে। ফিলিস্তিনিদের আবাস ভূমি আবার কখনো কখনো তাদের কৃষি ভূমি জবর দখল করে। সেখানে তারা নতুন নতুন বসতি স্থাপন করে অথবা সেনা ছাউনি তৈরী করে। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য ফিলিস্তিনিদের ঘর-বাড়ীগুলোকে ধ্বংস করে মাটির সাথে বিলীন করে দেয়, জমির ফসলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এভাবে তারা প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনি জনগণের সম্পদ লুট করে নেয় এবং নিজেদের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। মাহমূদ দারবীশ এ ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন তীব্রভাবে। ইসরাইলি আগ্রাসন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[৪২] আর তাই সর্বোচ্চ হুশিয়ারি উচ্চারণ করে কবি মাহমূদ দারবীশ মানবাধিকার হরণকারী ইসরাইলি দখলদারদের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদী কবিতা রচনা করে বলেন:[৪৩]

الزنبقات السود في قلبي
وفي شفتي ... اللهب
من اي غاب جئتني
يا كل صلبان الغضب؟
بايعت أحزاني...
وصافحت التشرد والسغب
غضبى يدي...
غضبي فمي...
ودماء أوردتي عصير من غصب

"ক্রোধের আগুনে পুড়ে যাওয়া কালচে পদ্মফুল
আমার হৃদয়ে বিদ্যমান
আর আমার দুই ঠোটে রয়েছে প্রজ্বলিত আগুন
হে ক্রোধের প্রতিটি টুকরো খণ্ড
কোন জঙ্গল থেকে তুমি এসেছ?
আজ আমি সমস্ত দু:খ-কষ্টকে আলিঙ্গন করেছি
ক্ষুধা আর নির্বাসনের সাথে আমি হাত মিলিয়েছি
এখন ক্রোধ মানেই আমার হাত
এখন ক্রোধ মানেই আমার মুখ
আর আমার শিরাই প্রবাহিত রক্তগুলো ক্রোধের নির্যাস।"

জাতীয় জাগরণ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা: দারবীশ মনে করেন ফিলিস্তিনকে শত্রু থেকে নিরাপদ রাখা ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা রক্ষা করা ফিলিস্তিনি নাগরিকেরই দায়িত্ব। যেমনভাবে একজন প্রেমিক পুরুষ তার

প্রেমিকাকে রক্ষা করে, তেমনি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নাগরিকের উচিৎ ফিলিস্তিনকে বিভিন্ন সংকট ও আগ্রাসন থেকে তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করা। শুধু তাই নয়, মাতৃভূমিকে রক্ষার পাশপাশি অধিকার হরণকারীর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে দারবীশ অনুভব করেন যে, তাঁর এ আন্দোলনে তিনি একাই সংগ্রামী নায়ক। তিনি একাই মানুষের জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তাঁর আশে পাশে সঙ্গীসাথীদের অনুপস্থিতি তাঁকে ভাবিয়ে তোলে ও ব্যাথিত করে। তিনি অনুভব করেন যে, তিনি যেন এমন জন্মভূমিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন যা আদৌ তাঁর জন্মভূমি নয়। তিনি এমন জনগণের জন্য যুদ্ধ করছেন যারা তাঁর মাতৃভূমির কেউ নয়। ফলে তিনি জন্মভূমির প্রতি আক্ষেপ করেন, অভিযোগ করেন। তবে তিনি এতকিছুর পরেও পিছিয়ে আসেননি বা আন্দোলন বন্ধ করেননি। বরং তিনি অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে স্বার্থক হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে আমরা مديح الظل العالي কবিতার কয়েকটি পঙক্তি উল্লেখ করতে পারি, যেখানে দারবীশ আন্দোলনের বিষয়ে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন: ৪৪

وحدي أدافع عن جدارٍ ليس لي
وحدي أدافع عن هواءً ليس لي
وحدي على سطح المدينة واقفٌ...
أَيُّوبُ ماتَ, وماتتِ العنقاءُ، وانصرفَ الصَّحابَهْ
وحدي . أراود نفسيَ الثكلى فتأبي أن تساعدني على نفسي
ووحدي
كنتُ وحدي
عندما قاومت وحدي
وحدةَ الروحِ الأخيرهْ

"আমি একাই এমন একটি প্রাচীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করছি যা আমার নয়
আমি একাই এমন একটি বাতাসের জন্য যুদ্ধ করছি, যা আমার নয়
আমি একাই শহরের ছাদে দাড়িয়ে রয়েছি।
ধৈর্যধারনকারী আইয়ূব (আ:) মৃত্যুবরণ করেছেন,
ফিনিক্স পাখিটিও মারা গেছে আর আমার সঙ্গীরা
আমাকে একা ফেলে চলে গেছে
আমি একাকী আমার শোকাহত হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি,
সুতরাং তুমি আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে এসো না,
কেননা আমার হৃদয় তোমার সান্ত্বনা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক।
হ্যাঁ! আমি একা
আমি একাই ছিলাম
যখন আমি একাই প্রতিরোধ করেছি
আমার শেষ আত্মাটি একাই প্রতিরোধ করেছে।"

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা: মাতৃভূমির অধিকার কেবল মাতৃভূমিতে ভোগ করা সম্ভব, ভিনদেশে মাতৃভূমির অধিকার অর্জন সম্ভব নয়। তাই ফিলিস্তিনের কষ্টকর জীবন ত্যাগ করে ভিনদেশে প্রবাসী জীবন বেছে নেয়া স্থায়ী কোন সমাধান নয়। দারবীশ মনে করেন, প্রবাসী জীবন সুখের মনে

হলেও সেখানে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেখানেও রয়েছে বেঁচে থাকার সংগ্রাম, রয়েছে নানা রকম কষ্ট ও দূর্ভোগ। ইসরাইলি বর্বরতা থেকে মুক্তি পেতে যে সমস্ত ফিলিস্তিনি জনগণ মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভিনদেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের দূর্ভোগের চিত্র দারবীশ তাঁর কবিতার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেন এবং ইসরাইলি আগ্রাসন বন্ধের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগীতা কামনা করেন। কবি বলেন: [৪৫]

هل يذكر المساء
مهاجراً أتى هنا ... ولم يعد إلى الوطن؟
هل يذكر المساء
مهاجراً مات بلا كفن؟
يا غابة الصفصاف ! هل ستذكرين
أن الذي رَمَوْه تحت ظلك الحزين
كأي شيئ مَيّتٍ إنسان ؟
هل تذكرين أنني إنسان
وتحفظين جثتي من سطوة الغربان؟

"সেদিনের সন্ধ্যা কি মনে রেখেছে
একজন অভিবাসীর কথা যে এখানে এসেছিল, আর দেশে ফিরে যায়নি?
সেদিনের সন্ধ্যা কি মনে রেখেছে
এমন অভিবাসীর কথা যে কাফন ছাড়াই মারা গেছে?
হে উইলো গাছের বন! তোমার কি মনে আছে
এমন ব্যক্তির কথা, যাকে তারা তোমার বিষন্ন
ছায়ার নিচে ফেলে রেখে গেছিল মৃত মানুষের মত?
তুমি কি মনে করো আমি একজন মানুষ?
তুমি কি আমার মৃতদেহকে কাকের উপদ্রব থেকে বাঁচাবে?"

উপসংহার

মাহমূদ দারবীশ আরব বিশ্ব তথা সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের এক অপরিহার্য পাঠ। তাঁর কবিতায় শুধু প্রেম-ভালোবাসা ফুটে উঠেনি, বরং সেখানে ফুটে উঠেছে দেশপ্রেম, স্বাধীনতা আন্দোলন, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চিত্র। তবে দারবীশের কবিতার একটি বড় অংশ ফিলিস্তিনকে নিয়ে রচিত। মূলত ফিলিস্তিন দারবীশের গভীর আবেগের একটি জায়গা। এটি তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আশা-আকাঙ্খার মূল কেন্দ্রবিন্দু। কেননা ফিলিস্তিন নিপীড়িত মানুষের করুণ আর্তনাদের নাম, বর্বর ইসরাইলের নিষ্ঠুর নির্যাতনে টিকে থাকা এক জাতিসত্ত্বার নাম। ফিলিস্তিনিদের এই আত্মত্যাগ ও নিপীড়নকে নিজের মধ্যে লালন করেই কাব্যচর্চা করেন মাহমূদ দারবীশ। আপন ভূমি থেকে বিতাড়িত বাস্তুহারা জনগণের অসহায়ত্ব ও করুণ আর্তনাদ গভীরভাবে তাঁর হৃদয়ে রেখাপাত করে। স্বদেশের প্রতি ফিরে আসার আকুলতা ও জন্মভূমির কোলে আশ্রয় নেয়ার করুণ আর্তি তাঁর চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। আর তাই তিনি ইসরাইলের প্রতিটি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন এবং তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। তাঁর প্রতিরোধ পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে ফুটে উঠে তাঁর কবিতায়, তাঁর শব্দে, তাঁর ভাবে। এই

প্রতিরোধের বিস্তৃতি সীমাহীন, গভীর অন্তহীন। ফলে ইসরাইল বিরোধী আন্দোলনে দারবীশের কবিতা অভাবনীয় ভূমিকা পালন করে। ইসরাইলি আগ্রাসন প্রতিরোধ ও ফিলিস্তিনি জনগনের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি যে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন, তা আজও তাঁকে বিশ্ব দরবারে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

টিকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুল মজিদ, *বিতর্কিত জেরুজালেম নগরী* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, সং: বি:, ২০০৫ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১৫।

[২] Leonard Stein, *The Balfour Declaration* (Newyork: Simon and Schuster, 1961), p. 135.

[৩] ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড আর্থার বালফোর ইহুদী নেতা ব্যারণ রখচাইল্ডকে একটি চিঠি লিখেন, যা ইতিহাসে বালফোর ঘোষণাপত্র হিসেবে পরিচিত। এই চিঠিতে তিনি লিখেন, 'মহামান্য (বৃটিশ) সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদী জনগণের জন্য জাতীয় আবাসভূমি গড়ে তোলার পক্ষে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বত্তোম প্রয়াস প্রয়োগ করা হবে। এই চিঠিই মধ্যপ্রাচ্য বিপর্যয় সৃষ্টির গোড়া পত্তন করে। বালফোর ঘোষণার জের ধরেই ১৯৪৮ সালে আত্ম প্রকাশ করে উগ্র ইহুদীবাদী রাষ্ট্র ইসরাঈল। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনীকে হত্যা, ধর্ষণ ও হামলার মাধ্যমে তাদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদ করা হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী শরণার্থী হয়ে যায়। এই ধারাবাহিকতা আজও চলে আসছে। যার বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমান ফিলিস্তীন রাষ্ট্রের দূর্বিসহ অবস্থা। এখানকার জনগণ তাদের স্বাধীকার ফিরে পাওয়ার জন্য আজও সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: Hen Pappe, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (London: One World Publications, 2006), p. 17.

[৪] Mark Tessler, *A History of the Israeli-Palestinian Conflict* (Bloomington, USA: Indiana University Press, Second Edition, 1994), p. 127-30.

[৫] https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli-Palestinian_conflict (লগইন তারিখ: ১৫/০৫/২০২৩ খ্রি.)

[৬] Hamoud Yahya, "Eco Resistance in the Poetry of the Arab Poet Mahmoud Darwish", *The Southeast Asian Journal of English Language Studies*, Vol-18, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, January-2012, p. 77.

[৭] জামাল বাদরান, *মাহমূদ দারবীশ: শায়িরুশ সামূদ ওয়াল মুকাওয়ামাহ* (কায়রো: আদ দারুল মিসরিয়্যাহ আল লুবনানিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১০১।

[৮] রাজা নাক্কাশ, *মাহমূদ দারবীশ: শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ* (মিসর: দারু হিলাল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭১ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১২৭।

[৯] ড. আদিল আসতাহ, *আদাবুল মুকাওয়ামাহ* (সিরিয়া: মুআসসাসাতু ফিলিস্তিন লিস ছিকাফাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১৩৮।

[১০] সালাহ ফাদল, *মাহমূদ দারবীশ হালাতুন শি'রিয়্যাহ* (কায়রো: আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০১০ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৭; হায়দার তাওফিক, *মাহমূদ দারবীশ: শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ* (মিসর: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, সং: বি:, ১৯৯১ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৩১।

[১১] মুহাম্মাদ হাসান শাররাব, *শুয়ারাউ ফিলিস্তিন ফিল আসরিল হাদীস* ('আম্মান: আল আহলিয়া লিন নাশর ওয়াত তাওযী', ২০০৬ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৩৮২; ফারিদা বা'য়িরাহ, *"মুকারাবাতুন নাকদিয়্যাতুন লি নাসসি আছরিল ফিরাশা লি মাহমূদ দারবীশ"*, পৃষ্ঠা: ২০।

[১২] রাজা নাক্কাশ, *মাহমূদ দারবীশ: শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ*, পৃষ্ঠা: ১১৬।

[১৩] দ্রষ্টব্য: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Darwish (লগইন তারিখ: ১৫/০৫/২০২৩ খ্রি.)

[১৪] রাজা নাক্কাশ, *মাহমূদ দারবীশ: শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ*, পৃষ্ঠা: ১২৭।

[১৫] Abdullah Omar, *Mahmoud Darwish: The Poet of Palestine* (London: MEMO Publishers, August 2022), p. 4-5.
[১৬] নজমুল হক ও আবদুস সালাম, *ফিলিস্তিন মুক্তি সংগ্রাম* (ঢাকা: প্রবাল প্রকাশন, ১৯৭৬খ্রি.), পৃষ্ঠা: ২১।
[১৭] মাহমূদ দারবীশ, *আদ দীওয়ান*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: রিয়াজ আর রাইস, প্রথম সংস্করণ, ২০০২খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৮৩।
[১৮] *তদেব*, পৃষ্ঠা: ১৮২।
[১৯] Edgar O' Balance, *The Arab-Israeli War* (Newyork: Praeger; 1st Edition, 1948), p. 120.
[২০] মাহমূদ দারবীশ, *আদ দীওয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৯।
[২১] *তদেব*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৭।
[২২] *তদেব*, পৃষ্ঠা: ২২৭।
[২৩] আহমাদ আব্দুল ওহাব, *ফিলিস্তিন বায়নাল হাকায়েক ওয়াল আবতাল* (মিসর: মাকতাবাতু ওয়াবা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৩১৫-১৬।
[২৪] Gudrun Kramer, *A History of Palestine: From the Ottoman Conquest to the Founding of the State of Israel* (New Jersey: Princeton University Press, 2008), p: 305-6.
[২৫] দ্রষ্টব্য: https://www.history.com/topics/middle-east/palestine (লগইন তারিখ: ১৫/০৫/২০২৩ খ্রি.)
[২৬] আসাদ পারভেজ, *ফিলিস্তিনের বুকে ইসরাইল* (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন, ২০১৯ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১৫।
[২৭] Ilan Pappe, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (England: Oneworld Publications, 1st Edition, 2006), p. 153.
[২৮] মাহমূদ দারবীশ, *লা উরিদু লি হাজিহিল কাসিদাতি আন তানতাহী* (বৈরুত: রিয়াদ আর রাইস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১৫১।
[২৯] George Baramki Azar, *Palestine : A Photographic Journey* (Berkeley: University of Califormia Press, 1991), p. 125.
[৩০] মাহমূদ দারবীশ, *আদ দীওয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯০।
[৩১] *তদেব*, পৃষ্ঠা: ৩৬০।
[৩২] মাহমূদ দারবীশ, *আওরাকুজ যায়তুন* (বৈরুত: রিয়াদ আর রাইস, প্রথম সংস্করণ, ২০০৫খ্রি.), পৃষ্ঠা: ২০।
[৩৩] Dr. Mohsen Mohmmed Saleh. *History of Palestine: A Methodologicl Study of a Critical Issue*, (Cairo: Al Fatah Foundation, 2005), p. 229.
[৩৪] মাহমূদ দারবীশ, *আদ দীওয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৩৬-২৩৭।
[৩৫] মুস্তাফা আদ-দাবাগ, *বিলাদুনা ফিলিস্তিন* (বৈরূত: দারুত তালিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১২৩।
[৩৬] ড. নাসীব নাশাবী, *মাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাদারিস আল-আদাবিয়্যাহ* ফিশ শিরিল আরাবী আল মু'আছির (আলজেরিয়া: আল মাতবুয়াতুল জামিইয়্যাহ, সং: বি:, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৪৩৯।
[৩৭] শরীফ আতিক-উজ-জামান, *মাহমূদ দারবীশ পাঠ ও বিবেচনা* (ঢাকা: সংবেদ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫ খ্রি.), পৃষ্ঠা: ৪৯-৫০।
[৩৮] *তদেব*।
[৩৯] রাজা নাক্কাশ, *মাহমূদ দারবীশ শায়িরুল আরদিল মুহতাল্লাহ*, পৃষ্ঠা: ৯।
[৪০] মাহমূদ দারবীশ, *আদ দীওয়ান*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৭।
[৪১] *তদেব*, পৃষ্ঠা: ৩৬৫।
[৪২] গাসসান কানাফানী, *আদাবুল মুকাওয়ামাহ ফি ফিলিস্তিন আল মুহতাল্লাহ: ১৯৪৮-১৯৬৬*, (বৈরূত: মাতবায়াতু কুরকী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩খ্রি.), পৃষ্ঠা: ১২৫।
[৪৩] মাহমূদ দারবীশ, *আদ দীওয়ান*, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫।
[৪৪] *তদেব*, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪২।
[৪৫] *তদেব*, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬১।